মহান নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

মহান নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন — প্রভাস ঘোষ
(১১ জুন, ২০১৭- এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০১৭

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৫ টাকা

প্রকাশকের কথা

১১ জুন, ২০১৭ ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় ‘মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে’ দলের ওড়িশা রাজ্য কমিটি আহূত এক সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যটি দলের বাংলা মুখপত্র “গণদাবী”-র ৬৯ বর্ষ ৫০তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গণদাবীতে প্রকাশিত বক্তব্যটির প্রকাশিত ভাষণের সাথে কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই সামান্য কিছু নতুন সংযোজন করেছেন।

আশা করি, সকলেই গুরুত্ব সহকারে এই বক্তব্য বিবেচনা করে দেখবেন।

আগস্ট, ২০১৭ মানিক মুখার্জী

মহান নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিন

আজকের এই সভায় কিছু আলোচনা করব বলে আসিনি। আপনাদের আলোচনা শোনবার জন্যই এসেছিলাম। আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হল নভেম্বর বিপ্লবে মহান লেনিনের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এ সম্পর্কে আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের বহু মূল্যবান বক্তব্য কমরেডদের সামনে আছে এবং পরবর্তীকালেও পার্টির প্রকাশিত কিছু কিছু বক্তব্য কমরেডরা পড়েছেন। আমি কমরেড লেনিনের ঐতিহাসিক ভূমিকার কয়েকটি দিক এখানে উল্লেখ করব।

আপনারা জানেন, মহান মার্কস-এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গেছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন ও সত্য বিচারের পথ দেখিয়েছেন এবং এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন। সমসাময়িক নানা সমস্যা ও ঘটনাবলির উপর বহু শিক্ষণীয় আলোকপাত করেছেন। বিশ্বের শ্রমিক বিপ্লব প্রস্তুতির হাতিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন মার্কস। সেই সংগঠন পথভ্রষ্ট হওয়ায় এঙ্গেলস দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলেন। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ১২ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সঠিকভাবেই কাজ করছিল। তারপরেও কিছুদিন সঠিকভাবে চলছিল। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে অনেক শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণির দল গড়ে ওঠে। লেনিন যখন মার্কসবাদী আন্দোলনে যুক্ত হন, তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল শক্তিশালী সংগঠন এবং তার নেতাদের তিনি শিক্ষক হিসাবে

মানতেন। আবার রাশিয়াতেও মার্কসবাদী পার্টি নামে 'রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি' বা আর এস ডি এল পি গড়ে উঠেছিল এবং তাতে লেনিন যুক্ত হন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা ছিলেন কাউটস্কি, বার্নস্টাইন এরকম আরও কয়েকজন। রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির নেতা প্লেখানভ সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। এই নেতাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে মার্কসবাদের যথার্থতা ও সঠিকতা রক্ষার স্বার্থে লেনিনকে বলিষ্ঠ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে লেনিন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিকে প্রায় অপরিচিত, রাশিয়াতেও খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। বয়সেও এঁদের থেকে ছোট ছিলেন। ফলে ওই বয়সেই মার্কসবাদের কত উন্নত উপলব্ধি অর্জন করতে পারলে, শোষিত শ্রেণির প্রতি কত গভীর দরদবোধ থাকলে, কত বড় সত্য নিষ্ঠা, সৎ সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তা থাকলে এই ঐতিহাসিক লড়াই পরিচালনা করা লেনিনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, একবার ভেবে দেখুন। আগেই বলেছি, প্রথমদিকে এঁদের নেতা, শিক্ষক হিসাবেই লেনিন স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। লেনিনের বই পড়লে দেখবেন সেই সময়ে, যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব মার্কসবাদকে বিকৃত করছিল, অপব্যাখ্যা দিচ্ছিল, লেনিন আলোচনা করতে গিয়ে এঁদের সম্পর্কে 'হোয়েন দে ওয়্যার মার্কসিস্ট'— এরকম করে বলছেন। অর্থাৎ, যখন তাঁরা মার্কসবাদী ছিলেন, তখন তাঁদের বক্তব্য সঠিক ছিল। কিন্তু আজ তাঁরা বিচ্যুত হয়েছেন, ভুল বলছেন।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে অপর দেশকে লুণ্ঠন করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ইউরোপের শ্রমিক নেতাদের নানাভাবে ঘুষ দিয়ে কিনে ফেলেছিল। আর বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়া, বক্তৃতা দেওয়া, বক্তৃতা ছাপা, নাম করা, সব মিলিয়ে তৃপ্তিদায়ক পার্লামেন্টারি পরিবেশ, তার মধ্যে থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা পার্লামেন্টারি পলিটিক্স চর্চায় ডুবে যায় ও বিপ্লবী সত্তা হারায়। অর্থাৎ ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা যারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে যুক্ত ছিল তারা শাসক সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পারচেজড হয়ে যায়। ভারতবর্ষ সহ যেসব উপনিবেশকে লুণ্ঠন করেছিল, সেই টাকা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ নিজ দেশের নেতাদের কিনে নিয়েছিল। ফলে এদের মধ্যে আপসমুখিতা, বিপ্লবী সংগ্রামবিমুখতা ও করাপশন এসে যায়। লেনিন এটা বুঝতে পারেন। লেনিন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারা আয়ত্ত করেছিলেন। মার্কসের শিক্ষার মূল নির্যাসটা আয়ত্ত করেছিলেন এবং সেই শিক্ষাকে কীভাবে সত্য

নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বাস্তব পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, সঠিকভাবে মার্কসবাদকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সেই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। ফলে বিপথগামীদের হাত থেকে মার্কসবাদকে তিনি রক্ষা করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর এই ভূমিকা ঐতিহাসিক। 'রিভিশনিজম' কথাটা, যতদূর জানি, লেনিনই প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। মানে তিনি দেখালেন ওই নেতারা পথভ্রষ্ট হয়ে মার্কসবাদকে রিভাইজ বা সংশোধন করছে। লেনিন বলেছিলেন, এরা মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্ত্বাকে মেরে মার্কসবাদের নামে এমন কিছু প্রচার করছে যেটা ভুল ব্যাখ্যা, যে ব্যাখ্যা বুর্জোয়ারাও গ্রহণ করবে অর্থাৎ মার্কসবাদের যে ব্যাখ্যায় বুর্জোয়াদের কোনও আপত্তি হবে না। মার্কসবাদের বিপ্লবী আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কী? যথার্থ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মার্কসিজম কী? বিশ্বে সেই সময় লেনিনই প্রথম সেটা বিশ্লেষণ করে দেখালেন। লেনিনের অন্যতম বিরাট ভূমিকা হচ্ছে এইখানটায়।

আরেকটি ঐতিহাসিক ভূমিকা হচ্ছে, মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রয়োগ করেছেন সাম্রাজ্যবাদের আগের যুগে। মার্কস-এঙ্গেলস সাম্রাজ্যবাদ দেখে যাননি, এঙ্গেলসের মৃত্যুর কিছু বছর বাদে পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নিয়মেই বিকশিত হয়ে মনোপলি ক্যাপিটাল, ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এবং অনুন্নত বিদেশে লগ্নিপুঁজি ইনভেস্ট করে সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল শোষণ করে সেই দেশগুলি লুণ্ঠন করছিল। লেনিন দেখালেন, পুঁজিবাদ এখন একচেটিয়া পুঁজিবাদে বিকশিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এখন তার ক্ষয়ের যুগ। এই সাম্রাজ্যবাদী যুগের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র কী কী, শ্রমিক বিপ্লবের রাজনীতি ও রণকৌশল কী হবে, এসবও লেনিনই দেখালেন। যার জন্য মহান স্ট্যালিন বিশ্লেষণ করে দেখালেন, লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। মার্কসের যুগে মার্কস সঠিকভাবেই বলেছেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশে প্রথম বিপ্লব হবে। আর লেনিন মার্কসবাদী বিচারধারা প্রয়োগ করে দেখালেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়ে উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন করে তাদের দেশের শ্রমিকদের বেশি মজুরি-বোনাস দিয়ে অনেকখানি তাদের লড়ার মানসিকতা নষ্ট করে দিয়েছে, করাপ্ট করে দিয়েছে। এখন যেসব দেশে বেশি শোষণ হচ্ছে, জনগণ বেশি অত্যাচারিত হচ্ছে, অনুন্নত সেইসব দেশেই প্রথম বিপ্লব হবে, তারপর উন্নত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সংকট তীব্রতর হবে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা বললেন, তুমি

মার্কসকে মানছ না। লেনিন বললেন, তোমরা মার্কসবাদের উপর শুয়ে আছো, দাঁড়িয়ে নেই। লেনিন দেখালেন, অনুন্নত দেশেই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের শৃঙ্খল প্রথম ভাঙবে। এবং এইসব দেশে যত বিপ্লব হবে, তত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি সঙ্কটগ্রস্ত হবে, তত সেই দেশের শ্রমিক শ্রেণিকেও বিপ্লবের পথে যেতে হবে। এ হচ্ছে লেনিনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

অন্যদিকে লেনিনই প্রথম দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (১) একচেটিয়া পুঁজির জন্ম, (২) ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির সংমিশ্রণে লগ্নি পুঁজির উদ্ভব, (৩) পণ্য ছাড়াও অনুন্নত দেশগুলিতে লগ্নি পুঁজি রপ্তানি, (৪) বিশ্বের বাজার লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলা, যা বর্তমানে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের রূপ নিয়েছে, (৫) সমগ্র বিশ্বকে লুণ্ঠনের জন্য বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে বিশ্বকে ভাগ করে নেওয়া। তিনি বলেছেন, এই লুণ্ঠনক্ষেত্রের দখল-পুনর্দখলের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। তিনি আরও বলেছেন, লগ্নিপুঁজি এতই ক্ষমতাবান ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি যে তা এমনকি রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের সেই সূচনা স্তরে আরেকটি বৈশিষ্ট্যও দেখিয়েছিলেন। তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ দেশগুলিতে, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজি ইনভেস্ট করে শিল্প গড়ে তোলে মুনাফা করার জন্য। এর সাথে তিনি লক্ষ করেছেন, শিল্পে সরাসরি পুঁজি ইনভেস্ট করতে গিয়ে যদি লোকসান হয়, সেজন্য আর একটি পথ তারা নিচ্ছে, সেটা হচ্ছে সরাসরি শিল্পে পুঁজি ইনভেস্ট না করে অন্যদের লোন বা ঋণ দিয়ে সুদের কারবার করা এবং শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি করা। এতে রিস্ক বা ঝুঁকি অনেক কম। একে তিনি বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে রেন্টিয়ার বা ইউজুয়ারি ক্যাপিট্যাল অর্থাৎ সুদখোর পুঁজি, যে পুঁজি সুদের ব্যবসায় ঢুকে ঝুঁকি না নিয়ে মুনাফা লুটছে। লেনিন সেই সময়ে পুঁজির এই বৈশিষ্ট্য যতটা দেখেছেন, আজকের দিনে সেটা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তিনি দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ববর্তী স্তরে পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় গুরুত্ব দেওয়া, এখন তার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমলাতান্ত্রিকতা ও সামরিক জঙ্গিবাদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে লেনিনের সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যান্য নেতাদের তীব্র মতভেদ হয়, যুদ্ধ শুরু হলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা কী হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে। লেনিন বললেন, নিজ নিজ

দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের স্বার্থে এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে বন্দুক চালাতে পারে না। তাদের দায়িত্ব হবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করা এবং যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজ দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করা বা বিপ্লব সফল করা। অন্যেরা লেনিনের এই বক্তব্যকে মুখে সমর্থন করে প্রস্তাবে সায় দিলেও, পরে যুদ্ধ শুরু হলে কার্যক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ দেশের যুদ্ধবাজ শাসকদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যান। লেনিন এই ভূমিকাকে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দেন এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজ দেশে বিপ্লব সফল করেন। এছাড়াও অনুন্নত দেশ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা নিয়েও লেনিনের সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের তীব্র মতভেদ হয়। এসব কারণে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে বিশ্বাসঘাতক ও সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং পরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করেন।

লেনিনের একটি অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তা নীতি হিসাবে উপস্থিত করা। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেটাকে লেনিনীয় পদ্ধতি বলেছেন এবং যাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও উন্নত ও বিকশিত করেছেন। ‘কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল’-এই পুস্তকের প্রথম দিকে এই বিষয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে কমরেডরা সেগুলি পাবেন। নিজ দেশে আর এস ডি এল পি-র মধ্যে থাকাকালীন, সেই পার্টির মধ্যেও প্লেখানভ, মার্টভ, আক্সেলরডদের সাথে লেনিনের নীতিগত মতভেদ হল, যার ফলে ঐ দল বলশেভিক-মেনশেভিক এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে গড়ে তুলতে হবে, এই নিয়ে মতভেদ হল। তিনি বলেছেন, আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে ইউনিটি অফ আইডিয়াজ (চিন্তার ঐক্য) আগে হওয়া দরকার। এটাকেই ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ ইডিওলজিক্যাল সেন্ট্রালিজম বলেছেন। লেনিন বলেছেন, শুধু একটা প্রস্তাব পাশ করে বা ঘোষণা করে শ্রমিক শ্রেণির দল গড়া যায় না। এই দল গঠনের উদ্দেশ্যে আগে সর্বক্ষেত্রে চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলার জন্য মতবাদিক সংগ্রাম করতে হবে। এরপর প্রশ্ন দেখা দিল, পার্টির মেম্বার কারা হবে? লেনিন বললেন, প্রফেশনাল রেভলিউশনারি (জাত বিপ্লবী) ছাড়া পার্টির মেম্বার হতে পারে না। অন্যদের বক্তব্য ছিল, যারা পার্টির নীতি মানে, পার্টির বক্তব্য মানে, তারাই পার্টির মেম্বার হবে। লেনিন বললেন— না, এ হলে পার্টিতে যে কোনও লোকই

মেম্বার হয়ে যাবে, এভাবে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল চলতে পারে না। কেউ পার্টির নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা মেনে কোনও সংগঠনের অধীনে কাজ করছে কিনা, মেম্বার হওয়ার জন্য সেটা বিচার্য হবে। এইসব প্রশ্নে আরএসডিএলপি-র মধ্যে লেনিনের সাথে গুরুতর মতভেদ হয়ে যায়। আর এস ডি এল পি-র মধ্যে মেনশেভিক-বলশেভিক গ্রুপ গড়ে ওঠে। পরে ১৯১২ সালে বলশেভিক পার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয়। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন কীভাবে করতে হবে, প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসি ও সেন্ট্রালিজমের মিশ্রণের মাধ্যমে কীভাবে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম গড়ে উঠবে, স্তরে স্তরে পার্টি বডিগুলি কীভাবে গড়ে উঠবে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে, অথরিটিকে মেনে কীভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে— বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই শিক্ষাগুলি মার্কস-এঙ্গেলসের উত্তরসাধক হিসাবে লেনিনই বিশদভাবে এনেছেন। সর্বহারা গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পার্থক্য কী সেটাও লেনিন দেখিয়েছেন। ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রলেটারিয়েট নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। মার্কসের কথায় আছে ক্যাপিটালিজম থেকে কমিউনিজমে পৌঁছতে হলে ট্রানজিশনাল ফেজ হচ্ছে ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রলেটারিয়েট। লেনিন এটাকে যখন প্রয়োগ করতে গেলেন, তখন সকলেই বলেছে তুমি গণতন্ত্রকে হত্যা করছ। লেনিন বললেন, যে গণতন্ত্রের কথা তোমরা বলছ, সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপ। অর্থাৎ বুর্জোয়াদের পক্ষে গণতন্ত্র কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে ওটা ডিক্টেটরশিপ। আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ডিক্টেটরশিপ। মার্কসের এসংক্রান্ত তত্ত্ব ও ধারণাকেও লেনিন অনেকটা ডেভেলপ করিয়েছেন নানা দিক থেকে। শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিপ্লব হতে পারে না, এ কথা মার্কসই বলেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকেও ভাঙতে হবে। প্যারি কমিউনের পতনের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাও মার্কস রেখেছিলেন।

দর্শনগত ক্ষেত্রেও লেনিনের বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তীকালে যে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা মার্কসবাদকে আক্রমণ করছিল নতুন করে, নানাভাবে বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা করছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদকে ডিফেন্ড করেছেন লেনিন এবং ডিফেন্ড করতে গিয়ে মার্কসবাদী তত্ত্বকেও তিনি ডেভেলপ করেছেন। তাঁকে এই আদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছিল রাশিয়ার বুকে তথাকথিত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বাজারভ, বগদানভ, লুনাচারস্কি প্রমুখ ও তাঁদের বিদেশি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। লেনিন মার্কসবাদকে ডগম্যাটিস্টদের মতো মুখস্থ করে কাজ করেননি। তিনি মার্কসবাদকে ক্রিয়েটিভ

এবং ডেভেলপিং সায়েন্স হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, "আমরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে 'কমপ্লিটেড' ও 'ইনভায়োলেবল' মনে করি না, বরং আমরা বুঝেছি যে এটা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে, যাকে সোশ্যালিস্টদের চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সর্বক্ষেত্রে সর্বদিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" এই কাজই মার্কস-এঙ্গেলস এর পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী স্তরে লেনিন করেছিলেন। এই জন্যই মহান লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা যুগের মার্কসবাদ। 'লেনিনবাদ'— এই কথাটা স্ট্যালিনই প্রথম বলেছিলেন।

সায়েন্স যেমন ডেভেলপ করছে, মার্কসবাদও তেমনি সায়েন্টিফিক ফিলোজফি হিসাবে ডেভেলপ করছে। দুইভাবে ডেভেলপ করছে। একটা হচ্ছে মার্কসবাদের মূল নিয়মগুলি অর্থাৎ (১) ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল বিটউইন অপোজিট ফোর্সেস, (২) ফ্রম কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ টু কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অ্যান্ড ভাইসি-ভার্সা, (৩) নিগেশান অফ নিগেশান— এই ইউনিভার্সাল নিয়মগুলির আন্ডারস্ট্যান্ডিংও ডেভেলপ করছে। যেমন বিজ্ঞানে নিউটন বস্তুর গতির নিয়ম আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানে এই নিয়ম আজও সঠিক। কিন্তু এই গতির ধারণা নিউটনের সময়ের পরে আরও নূতন নূতন আবিষ্কারের আলোকে ডেভেলপ করেছে। তেমনি মার্কসবাদের থ্রি প্রিন্সিপল্‌সের ধারণাও একইভাবে ডেভেলপ করছে। আর একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে বিশেষ পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতিতে রাজনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করা, আবার এই পরিস্থিতিরও যেমন যেমন মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে সেই অনুযায়ী নূতন বিপ্লবী লাইন নির্ধারণ করা, উদ্ভূত নূতন নূতন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে আলোকপাত করা। সেজন্যই পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লেনিন সর্বহারা বিপ্লবের লাইন নির্ধারণ করেছেন তাই নয়, তিনি এটাও বলেছেন, এই জেনারেল লাইন হুবহু সব দেশের ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য নয়। বলেছেন, 'এই থিওরি শুধু মাত্র জেনারেল গাইডিং প্রিন্সিপল নির্ধারণ করছে। সেটা ইংল্যান্ডে ফ্রান্সের থেকে ভিন্ন ভাবে, ফ্রান্সে জার্মানির থেকে ভিন্ন ভাবে এবং জার্মানিতে রাশিয়ার থেকে ভিন্ন ভাবে প্রযোজ্য হবে।' ফলে মার্কস যেসব সমস্যা দেখেননি, লেনিন সেগুলি দেখেছেন এবং মার্কসবাদকে নূতন স্তরে উন্নীত করেছেন। লেনিনের পর স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদকে বিকশিত ও উন্নত করেছেন।

রাশিয়ায় বিপ্লব সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও লেনিনের প্রতিভা কীভাবে কাজ করেছিল সেটাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে যেমন মতবাদিক সংগ্রাম চালিয়ে বলশেভিক পার্টি গড়ে তুললেন। আবার রাশিয়ায় যথেষ্ট শক্তি নিয়ে আপসমুখী মেনশেভিক পার্টি ছিল, সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি পার্টি ছিল। এদেরকেও ক্রমাগত এক্সপোজ করে শ্রমিক শ্রেণি, গরিব কৃষক ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। নভেম্বর বিপ্লবটা কিন্তু এভাবে হয়নি যে দীর্ঘ দিন ধরে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, এলাকায় এলাকায় পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছেন, নানা দাবিতে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলেছেন, আদর্শ প্রচার করেছেন, কমিটি গঠন করেছেন— যেটা তুলনামূলকভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে আমাদের এখন করতে হচ্ছে। এটা ঠিক, লেনিনের বিপ্লবী চিন্তার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল দেশের মধ্যে, পূর্বতন আর এস ডি এল পি-ও বেশির ভাগ লেনিনকেই সমর্থন করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার শাসিত রাশিয়ায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মত দীর্ঘদিন পার্লামেন্টারী রাজনীতির চর্চার সুযোগ ছিল না, মাঝে মাঝ গণবিক্ষোভের চাপে ডুমা বা পার্লামেন্ট গঠন করা হত, সেটা ক্ষণস্থায়ী, মুষ্টিমেয়ের ভোটাধিকার এবং অগণতান্ত্রিক সংবিধানের ভিত্তিতে হত। ফলে রাশিয়ায় জনগণের মধ্যে ইউরোপের মত দীর্ঘদিনের পার্লামেন্টারী রাজনীতির মোহ ও কুপ্রভাব বিশেষ পড়তে পারে নি, শ্রমিকশ্রেণিও ইউরোপের অন্য দেশগুলির মত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্থ ও অর্থনীতিবাদের ব্যাপক শিকার হয় নি, তাদের মধ্যে মিলিট্যান্সি ছিল। তাছাড়া দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আজকের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিও আমাদের দেশের মত এই ভয়ঙ্কর নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের সংকট রাশিয়ায় ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ১৯০৫ সালের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে দেশজুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক দাবিতে ধর্মঘটের বন্যা শুরু হয়ে যায়। বলশেভিক কর্মীরা লেনিনের শিক্ষায় এই অর্থনৈতিক ধর্মঘটগুলিকে রাজনৈতিক ধর্মঘটে পরিণত করেন। বিপ্লবী অভ্যুত্থানে সৈন্যবাহিনী বিশেষত নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিকদের মধ্যে ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এবং কিছুটা কৃষকদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সোভিয়েট গড়ে ওঠে। এই বিপ্লবকে সফল করার মত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি তখন বলশেভিকদের ছিল না, কিন্তু তারাই যে বিপ্লবের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি এটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। লেনিনই ১৯০৫ সালের এই ব্যর্থ বিপ্লবকে নভেম্বর বিপ্লবের

'ড্রেস রিহার্সাল' বলে অভিহিত করে বলেছিলেন এটা না হলে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব সফল হতো না। বলশেভিক শব্দের অর্থ হচ্ছে মেজরিটি আর মেনশেভিক শব্দের অর্থ হচ্ছে মাইনরিটি। ফলে অন্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় বলশেভিক পার্টি শক্তিশালীই হয়ে উঠেছিল। আর রাশিয়ার তখনকার অবস্থা ছিল অনেকটা আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো। রাশিয়ায় পুঁজিবাদ তেমন করে গড়ে ওঠেনি, এমনকী পরাধীন ভারতের থেকেও রাশিয়ার পুঁজিবাদ দুর্বল ছিল। জারতন্ত্র, মানে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হিসাবে জারের শাসন ছিল, কৃষিতে ব্যাপক ভাবে সামন্ততন্ত্র, মানে ভূস্বামী-ভূমিদাস সম্পর্ক ছিল, আর কিছু কিছু কলকারখানা গড়ে উঠছে— এই ছিল অবস্থা। আবার বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিও কিছু কিছু কাজ করছিল জারের সহযোগিতার ভিত্তিতে। এই সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ববাজার ভাগ করে নেবার জন্যে বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছিল। এরাই জারের মাধ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করতো রাশিয়া থেকে। ফলে রাশিয়া অনেকটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই ছিল। সেই সময় অবস্থা ছিল এই রকম।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। সামন্ততন্ত্রে রাজা, সামন্তপ্রভু ছাড়া আর কেউ সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না, তারাই একমাত্র মালিক থাকবে ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে। মার্কেন্টাইল (বণিকী) ক্যাপিটাল যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালে রূপান্তরিত হল, তখন ব্যক্তিমালিকানার স্লোগান তুলল, বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে হবে কুটির শিল্প ভেঙে, আর ভূমিদাসদের মুক্ত করে স্বাধীন শ্রমিক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে— এইসব স্লোগান এল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দাবিগুলি ছিল প্রগতিশীল, আর এটাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিমাত্রেই সম্পত্তির মালিক হতে পারে— এটাও গণতান্ত্রিক দাবি হিসাবে এসে গেল। রাইট টু হ্যাভ প্রপার্টি, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার, যেটা ভারতের কনস্টিটিউশনেও আছে— এটা বুর্জোয়ারাই এনেছে। এভরি ইনডিভিজুয়াল হ্যাজ দ্য রাইট টু হ্যাভ প্রপার্টি, এটা তো সামন্ততন্ত্রে ছিল না। একে ভিত্তি করে ব্যক্তিস্বাধীনতার কনসেপ্ট এল। এর থেকেই এল ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র বা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা— এইসব অধিকার। মূলত ব্যক্তি মালিকানার প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই এসব এসেছিল। এই অর্থে সেদিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল প্রগতিশীল। ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব, জার্মানিতে

পিজেন্ট ওয়ার এগুলো সব হচ্ছে প্রগতিশীল বুর্জোয়া বিপ্লব। এই সময়েই তো 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র স্লোগান উঠেছিল। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান, 'বাই দ্য পিপল-ফর দ্য পিপল-অফ দ্য পিপল'-এর স্লোগান এল। ব্যক্তির অধিকার চাই— এটা মানুষকে একটা নতুন চেতনা দেয়, অধিকারবোধ দেয়। ফলে ব্যক্তিবাদ একটা প্রগতিশীল আকাঙক্ষা নিয়ে এসেছিল। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা যাঁরা ছিলেন, কর্মী যাঁরা ছিলেন, যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, কেউই তো আর সর্বহারা বিপ্লবী ছিলেন না। তাঁরা সবাই ব্যক্তিবাদভিত্তিকই ছিলেন। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ের প্রয়োজন ছিল। যদিও সেই স্লোগান তোলেনি এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসমুখী নেতৃত্ব। যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইটাও ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামই। স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্যকে ভিত্তি করে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নেতাকর্মীরা এসেছিলেন তাদের মধ্যেও ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা কাজ করেছিল।

রাশিয়াতেও যখন নভেম্বর বিপ্লবের আগে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব হয়, মূলত জনগণেরও দাবি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার অর্জন, বলশেভিক পার্টির স্লোগানও ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার অর্জন। এই কথাটা কমরেডদের খুব নোট করতে হবে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে আছে, অপূর্ব যখন রামদাস তলোয়ারকরকে বলছে, তুমি বিয়ে করেছ, তোমার সন্তান আছে, তুমি কেন এই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়ালে? রামদাস বলছে, বাবুজী, বিবাহটা ধর্ম, দেশের কাজ আরও বড় ধর্ম। ছোট ধর্ম বড় ধর্মকে আটকাবে জানলে আমি বিয়ে করতাম না। অর্থাৎ দেশের স্বার্থ প্রধান। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনটা মুখ্য, তারপর ব্যক্তির প্রয়োজন, পরিবারের প্রয়োজন। সোভিয়েত পার্টির সংবিধানেও ছিল মেম্বরদের জন্য বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন এটা হচ্ছে মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ। তিনি দেখালেন, নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে এই নৈতিকতা সমাজকে এগিয়ে দেবার লড়াইতে কাজ করেছে, বিপ্লবের পরেও বেশ কিছু দিন এই নৈতিকতা কাজ করেছে। চীনেও এই নৈতিকতা কাজ করেছে, কারণ চীনের বিপ্লবটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। আবার কমরেড শিবদাস ঘোষ এটাও দেখিয়েছিলেন, বিপ্লবের প্রস্তুতিতে, ক্ষমতা দখলের সময়ে ও পরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

নির্মাণের একটা স্তর পর্যন্ত বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তি স্বার্থ গৌণ— এই নৈতিকতা সহায়ক হিসাবে কাজ করলেও পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যাপক অগ্রগতির পর, স্টেবিলিটি অর্জনের ফলে এই নৈতিকতাই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের' জন্ম দিয়ে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে। এই স্তরে প্রয়োজন ছিল এক নতুন উন্নত কমিউনিস্ট মূল্যবোধে বিপ্লব অনুগামী কর্মীদের ও জনতাকে উদ্দীপ্ত এবং সদা জাগ্রত রাখা, সেটা হচ্ছে ব্যক্তিকে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তিই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স' বিসর্জন দিয়ে সমাজ, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। প্রসঙ্গত সংক্ষেপে এটা বলে গেলাম।

যাই হোক, যেটা বলছিলাম তা হল, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করতে পারেনি, বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করল, কারণ মেনশেভিকদের বিশ্বাসঘাতকতা। আপনাদের জানা দরকার, প্রথম দিকে দুটি কারণে বেশিরভাগ সোভিয়েট কন্ট্রোল করত মেনশেভিকরা। একটা হচ্ছে বলশেভিকরা জারের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রাস্তার লড়াইতে ব্যস্ত ছিল, মেনশেভিকরা ছিল না। সেই সময় যখন নানা জায়গায় অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সোভিয়েট গঠন হচ্ছে তার মধ্যে বলশেভিকরা খুব উদ্যোগ নিতে পারেনি। সেই সুযোগ নিয়ে মেনশেভিকরা অধিকাংশ সোভিয়েট দখল করেছিল। এর সাথে আরেকটা বিষয়ও লেনিন উল্লেখ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে, যারা কলকারখানায় দীর্ঘদিন কাজ করেছে তাদের মধ্যে একটা প্রলেতারিয়েট চেতনা ছিল, কিন্তু তাদের বেশিরভাগকেই জার প্রথম মহাযুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। তখন কারখানাগুলিতে যে শ্রমিকরা কাজ করছিল তারা সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। তার মানে সদ্য কৃষক ঘর থেকে শ্রমিক হয়েছে। ফলে কৃষকদের মধ্যে থাকা পেটিবুর্জোয়া মনোভাব এই শ্রমিকদের মধ্যে ছিল। আগে যে শ্রমিকরা কাজ করছিল সেই ধরনের প্রলেটারিয়েট এরা নয়। আর গ্রাম থেকে আসা এই সদ্য শ্রমিকরাই অধিকাংশ সোভিয়েতের সদস্য ছিল। এই দুটি কারণে প্রথম দিকে সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকরা মেজরিটি ছিল না। সোভিয়েতগুলিতে মেনশেভিকরা মেজরিটি ছিল এবং বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিল।

এই সময়েও লেনিন অসাধারণ দক্ষতার সাথে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করলেন। নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের কারণ হিসাবে কতগুলি ফ্যাক্টর তিনি নিজে বলেছেন— রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব যে সুযোগ পেয়েছিল অন্যান্য দেশ তা

পাবে না। সব দেশেরই বিপ্লবী পরিস্থিতির পার্থক্য থাকে। তিনি দেখালেন, প্রথমত প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করছিল, ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার বিপ্লবকে বাধা দিতে পারবে না। এটা একটা সুযোগ ছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে রাশিয়ার জার পরাস্ত হচ্ছিল। জারের সাথে মৈত্রী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের, লড়াই হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির বিরুদ্ধে। যুদ্ধে জার হারছিল, আর যুদ্ধকে ভিত্তি করে দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় মানুষ যুদ্ধ চাইছে না, খাদ্য আর শান্তি চাইছে। ফলে বিপ্লবের স্লোগানই ছিল রুটি চাই, শান্তি চাই, স্বাধীনতা চাই, আর ভূমিদাসদের হাতে জমি চাই। স্বাধীনতা ও জমির স্লোগান তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্লোগান। এই স্লোগানের ভিত্তিতেই কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। লড়েছে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ, কিন্তু ক্ষমতায় চলে গেল বুর্জোয়ারা মেনশেভিকদের বিশ্বাসঘাতকতায়। আর তখন লেনিন দেখালেন, বুর্জোয়ারাও ক্ষমতায় এসে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ বন্ধ করছে না, শান্তি আনছে না। লেনিন দেখালেন যে, খাদ্যের মালিক যে ব্যবসায়ীরা তাদের থেকে খাদ্য বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুধার্ত মানুষকে দেওয়ার কাজটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র করছে না। এই বুর্জোয়া সরকার কমপ্রোমাইজ করছে জারের সাথে, সামন্ততন্ত্রের সাথে, ফলে জমি বন্টন করছে না। বুর্জোয়ারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা দেখিয়ে সোভিয়েতগুলির মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও মতবাদিক সংগ্রাম চালিয়ে মেনশেভিকদের পরাস্ত করে বলশেভিকরা সোভিয়েতে মেজরিটি হল। আর লেনিন যেটা লক্ষ করেছিলেন তা হল, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরও দেশের মধ্যে বিপ্লবের উত্তাপ রয়েছে, তখনও যে মানুষ লড়াই করেছিল তারা বন্দুক নিয়ে ঘরে ফেরেনি, তাদের ঘাড়ে বন্দুক ছিল। লড়াইয়ের মনোভাবটা তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। ফলে বুঝলেন, এটাই হাই টাইম। সোভিয়েতের মধ্যে তিনি বোঝালেন যে বুর্জোয়া কেরেনস্কি সরকার, মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এরা তোমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শুধু এই কারণেই যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রটা বুর্জোয়ারা দখল করেছিল। বলেছেন টু দ্যাট এক্সটেন্ট, বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন ইজ কমপ্লিটেড। বলেছেন, বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হবে কোন্ শ্রেণির হাত থেকে কোন্ শ্রেণি ক্ষমতা দখল করছে সেটা দিয়ে। যেহেতু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রটা বুর্জোয়া শ্রেণি দখল করেছিল, ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে বিপ্লব মানেই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উন্নত পুঁজিবাদী দেশের

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো নয়। রাশিয়ার সর্বহারা রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলিকে সম্পন্ন করতে হবে, এগুলি লেনিন দেখালেন। এইজন্য বিপ্লবের পরে লেনিনের জীবদ্দশায় ওয়ার কমিউনিজমের পলিসি গ্রহণ করতে হল দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, খাদ্য ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত খাদ্য বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুধার্তদের মধ্যে বন্টন করার জন্য, ট্রেড-কে কন্ট্রোল করার জন্য। এই ধরনের অনেক কিছু করেছিলেন। এই পর্যায় শেষ করে নিউ ইকনমিক পলিসি চালু করলেন। সেখানে বুর্জোয়াদের কিছু সুযোগ দিলেন, পুঁজিপতিদের কলকারখানা করার সুযোগ দিলেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে। এই ছিল অবস্থা তখন। ওয়ার কমিউনিজমকে, নিউ ইকনমিক পলিসিকে ট্রটস্কিরা অপোজ (বিরুদ্ধতা) করেছিল। ট্রটস্কি তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই অপোজ (বিরুদ্ধতা) করেছে এই বলে যে রাশিয়ার মতো একটি অনুন্নত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না। লেনিন বললেন, প্রথম পর্যায়ে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী, তারপরে শ্রমিক-গরিব কৃষকের মৈত্রী হবে। ট্রটস্কি বললেন কৃষকের সাথে মৈত্রী হতে পারে না, শুধু শ্রমিক শ্রেণি একাই বিপ্লব করবে। এরপর বললেন, একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যাবে না। এইসব নানা বিষয় নিয়ে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভদের সাথে লেনিনের অনেক মতপার্থক্য হয়েছে। এই সমস্ত প্রশ্নে লেনিনের পাশে থেকে স্ট্যালিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর একটা ফ্যাক্টরও নভেম্বর বিপ্লবের পক্ষে কাজ করেছিল বলে লেনিন দেখিয়েছেন, সেটা হচ্ছে রাশিয়া একটি বিশাল দেশ এবং যানবাহন ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত, ফলে দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়েছিল।

মার্কসবাদকে সঠিকভাবে লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচারের ক্ষেত্রে, রাশিয়ার পরিস্থিতি বিচারের ক্ষেত্রে এবং এই প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্লেখানভের তত্ত্বকে ফাইট করেছেন, বুর্জোয়া তত্ত্বকে ফাইট করেছেন, ট্রটস্কির চিন্তাকে ফাইট করেছেন, নানা চিন্তাকে ফাইট করে রাশিয়াতেও কেন মার্কসবাদ চাই এবং মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি কী হবে এ সব তিনি দেখিয়েছেন। এই ভূমিকাটাও বুঝতে হবে কমরেডদের। যে কথাগুলি আমি আজ পঁচিশ মিনিটে কি আধ ঘন্টার আলোচনায় বললাম, সেগুলি অত সহজ ছিল না। ইউরোপে, রাশিয়ায় যাঁরা বাঘা বাঘা মার্কসবাদী নেতা বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের ছাত্র হয়ে শুরু করে লেনিন পরবর্তীকালে মার্কসবাদকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করে তাঁদের বিচ্যুতি বুঝতে পেরে তাঁদের

বিরুদ্ধেই লড়াই করে, তাঁরা কোথায় ভুল তা প্রমাণ করে মার্কসবাদের সঠিক বিপ্লবী উপলব্ধি বিশ্বের সামনে উপস্থিত করেন এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদকে কীভাবে বুঝতে হবে এবং রাশিয়ার মাটিতে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে এ সবও দেখান। রাশিয়াতেও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর এটাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়, এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, এই ভাবে দেশের পাল্‌স বোঝা, জনগণের ও শ্রমিক শ্রেণির মানসিকতা বা মুড বোঝা, উপলব্ধি করা, ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বোঝা, কত উন্নত মানের মার্কসবাদী চিন্তানায়ক হলে তা সম্ভব! দেখুন, নভেম্বর বিপ্লবের আহ্বানের সময় একদল বলল, মার্কস বলেছেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে প্রথম বিপ্লব হবে, আমাদের দেশে পুঁজিবাদ তো উন্নত হয়নি! তাদের তিনি বলেছেন, তোমরা মার্কসের বই মুখস্থ করেছ, কিন্তু মার্কসবাদী বিচার পদ্ধতি বোঝনি। সাম্রাজ্যবাদী যুগে পশ্চাদপদ দেশে পুঁজিবাদ আগের যুগের মতো উন্নত হতে পারে না পুঁজিবাদের অসম বিকাশের জন্য। তদুপরি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীরা এদের উন্নত হতেই দেবে না। ফলে আজকের যুগে পূর্বেকার যুগের মতো পুঁজিবাদের নেতৃত্বে শিল্পবিপ্লব পরিপূর্ণ সফল হতে পারে না। এ যুগে শিল্পবিপ্লব পরিপূর্ণভাবে সফল করতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণি। এইরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু আদর্শগত লড়াই লেনিনকে সেদিন করতে হয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লবকে বুঝতে হলে লেনিনের এই অনন্য ভূমিকা ও অবদানকে ভাল করে বুঝতে হবে।

লেনিন পারলেন কী করে? এখানে ব্যক্তির ভূমিকা বোঝা দরকার। লেনিন লেনিন হয়ে জন্মাননি। স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং, শিবদাস ঘোষ কেউই প্রতিভা নিয়ে জন্মাননি। কোনও যুগের কোনও বড় মানুষই প্রতিভা নিয়ে জন্ম নেননি। প্রতিভাটাও একটা প্রোডাক্ট অফ স্ট্রাগল। কমরেড শিবদাস ঘোষ 'সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে' আলোচনায় এটা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে— ক্ষমতা, প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না। বলেছেন, একটা বিশেষ সমাজে, একটা সঠিক বিপ্লবী বা প্রগতিশীল আদর্শকে গ্রহণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে সংগ্রাম কে কতটা করতে পারছে, তার উপরে নির্ভর করছে তাঁর ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা কতটা গড়ে উঠবে। লেনিনের শিক্ষকরা যেখানে ফেল করলেন, লেনিন সেখানে এই লড়াই করেই সাকসেসফুল হলেন এবং বিপ্লব সফল করলেন। যেটা সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল, সেই শ্রমিক-বিপ্লবকে বাস্তবে সফল করে দেখালেন। এই দেখানোর কাজটাও খুব সহজ ছিল না। খুবই কঠিন ছিল। মার্কসবাদের বই শুধু পড়লেই হবে না। সেইজন্য বলা হয় মার্কসিজম হচ্ছে

ক্রিয়েটিভ সায়েন্স। স্কলাররাও বই পড়ে, কিন্তু মুখস্থ করা বিদ্যা দিয়ে এটা চলে না। তুমি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছ কি? তুমি বস্তুর দ্বন্দ্ব লক্ষ করছ কি? যেমন ডাক্তার রুগির রোগ নির্ণয় করে, সেইভাবে তুমি সমাজের রোগ বুঝতে পারছ কি? শ্রেণিদ্বন্দ্ব বুঝতে পারছ কি? বুর্জোয়া শ্রেণি কী আদর্শ নিয়ে, কী সংস্কৃতি নিয়ে কী রূপে আক্রমণ করছে, এর বিরুদ্ধে সর্বহারাকে কীভাবে লড়তে হবে এবং নতুন নতুন পরিস্থিতিতে কীভাবে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব কী, একটা দেশের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বটা কী রূপে আছে, পার্টির মধ্যেও বিভিন্ন কমরেডের যে চেতনার স্তর, তার যে দ্বন্দ্বের অবস্থান, মানসিক দ্বন্দ্ব কী চলছে, তার মধ্যে বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্বের অবস্থানটা কী, তাকে কীভাবে হেল্প করব, প্রতিটা মুহূর্তে দ্বন্দ্ব কীভাবে চলছে, এক্সটার্নাল কন্ট্রাডিকশন কী কী, ইনটার্নাল কন্ট্রাডিকশন কী কী, তার মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল কন্ট্রাডিকশন কী, তার মধ্যেও প্রিন্সিপ্যাল অ্যাসপেক্ট কী, প্রতি মুহূর্তে এগুলিরও কী কী পরিবর্তন হচ্ছে— এইসব বুঝতে পারা, ধরতে পারাটাই হচ্ছে মার্কসবাদকে ক্রিয়েটিভলি অ্যাপ্লাই করতে পারা, জীবন্তভাবে প্রয়োগ করতে পারা। সেইজন্য মার্কসবাদকে বুঝতে হলে জীবন্তভাবেই উপলব্ধি করতে হবে। আর জীবন্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। যতটুকু বুঝেছি, জীবনে প্রয়োগ করছি, যতটুকু প্রয়োগ করছি ততটুকু সংস্কৃতি অর্জন করছি, যতটুকু সংস্কৃতি অর্জন করছি, ততটুকু মার্কসবাদ উন্নত রূপে বুঝছি, এইভাবে ক্রমাগত এগোতে হবে। কোন্ সময়ে কোন্ দাবি তুললে, কোন কর্মসূচি গ্রহণ করলে, কোন লড়াইয়ের ডাক দিলে জনগণ শুনবে, রেসপন্স করবে, সাড়া দেবে, এগুলো স্টাডি করা, বোঝা সবটাই হচ্ছে দ্বন্দ্ব বোঝা। একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ দ্বন্দ্বকে বিশেষভাবে বোঝা। লেনিন যেমন বুঝতে পেরেছিলেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, কিন্তু মানুষ চাইছে রুটি, শান্তি, জমি, স্বাধীনতা। বুর্জোয়ারা এসব দিতে পারে না, দিচ্ছেও না। মেনশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সমস্ত জায়গায় সোভিয়েত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে লেনিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের এসব বোঝাতে হয়েছে। এভাবে সোভিয়েতগুলিতে মাইনরিটি থেকে মেজরিটি হলেন। তারপর স্লোগান তুললেন, অল পাওয়ার টু দ্য সোভিয়েটস। বুর্জোয়ারা সশস্ত্র শক্তি নিয়ে আক্রমণ করল, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির আহ্বানে শ্রমিক শ্রেণি বুর্জোয়াদের পরাস্ত করল, নভেম্বর বিপ্লব জয়যুক্ত হল।

নভেম্বর বিপ্লব জয়যুক্ত হল ১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর, আর মহান

লেনিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আগামী দিনে সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, বুর্জোয়ারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর (সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে) আগের তুলনায় বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ দশ গুণ বেড়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের শক্তি ও তাদের সাথে (একটি দেশে হলেও) ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াদের সম্পর্ক ও যোগাযোগের জন্যই শুধু নয়, একই সাথে অভ্যাসের (বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক) শক্তি এবং ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র উৎপাদনের মালিকানার শক্তিও (বুর্জোয়াদের পক্ষে) কাজ করে যায়। ক্ষুদ্র মালিকানা নিরবচ্ছিন্নভাবে, প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও ব্যাপক ভাবে পুঁজিবাদকে ও বুর্জোয়াদের জন্ম দিয়ে যায়। ফলে নূতন শ্রেণিকে (সর্বহারা শ্রেণিকে) (ক্ষমতাচ্যুত) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারা একনায়কত্বের মাধ্যমে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোর হয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর এক জায়গায় বলেছেন, কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের (বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক) শক্তি অত্যন্ত ভয়াবহ বিপজ্জনক শক্তি।

সমাজতন্ত্র যে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, এবং কী কী কারণে আক্রান্ত হতে পারে এবং সচেতনভাবে সঠিকভাবে প্রতিরোধ না করতে পারলে প্রতিবিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে— তা লেনিনের উত্তরসাধক স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং এবং শিবদাস ঘোষও নানা দিক থেকে পরবর্তীকালে দেখিয়ে গেছেন। এই হলো মহান নভেম্বর বিপ্লবে মহান লেনিনের অবদান সম্পর্কে আমার অতি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।